for more books visit https://goonok.com

জিলহজ্জের প্রথম দশ দিন

আহমাদ মুসা জিবরিল حفظه الله

alamin5g

AL-RISAALAH

for more video https://youtube.com/alamin5g

for more books visit https://goonok.com

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

জিলহজ্জের প্রথম দশ দিন

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল

অনুবাদ ও টিকাঃ আর-রিসালাহ

জিলহজ্জ, ১৪৪০

(সকলের জন্য উন্মুক্ত)

AL-RISAALAH

for more video https://youtube.com/alamin5g

for more books visit https://goonok.com

সূচিপত্র

আর-রিসালাহ পরিবারের চিঠি 4

ভূমিকা 5

জিলহজ্জের দশ দিন আসলে কী? 5

এই দশ দিনের তাৎপর্য কী? 6

[১] আল্লাহ আযযাওয়াজাল তাঁর কুরআনে উল্লেখ করার মাধ্যমে এই দিনগুলোকে সম্মানিত করেছেন, ... 6

[২] আল্লাহ এই দিনগুলোকে সম্মানিত করেছেন কুরআনে এই দিনগুলোর শপথ নিয়ে, ... 6

[৩] এই দিনগুলোকে সবচেয়ে সম্মানিত এবং সর্বোত্তম দিন হিসেবে ধরা হয় 7

[৪] এই দিনগুলোর ইবাদাত জিহাদ থেকেও উত্তম (সাধারণ অবস্থায় সর্বোত্তম যে ইবাদাত আমরা করতে পারি) 8

[৫] কয়েকজন সাহাবা এবং তাবেঈদের আমল 9

এই দিনগুলো কেন এত মর্যাদাপূর্ণ? 9

এই দিনগুলো কি রমাদানের শেষ দশ দিন হতেও উত্তম? 10

এই দশকে আমরা কী করতে পারি? 11

[১] আল্লাহর যিকির 11

তাকবিরের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ দ্রষ্টব্য 13

তাকবিরে যুক্ত হতে পারে এই শব্দগুলো 14

[২] সাধ্যানুযায়ী সিয়াম পালন 15

[৩] যথাসম্ভব সাদাকাহ করা 16

[৪] কুরআন তিলাওয়াত 17

[৫] অবিরত এবং অবিচলভাবে দুআ করতে থাকা 19

[৬] কিয়ামুল লাইল 21

[৭] আরাফার দিনের মর্যাদা এবং এই দিনে সিয়াম রাখা 21

[৮] ১০ই জিলহজ্জ পশু কুরবানি 23

[৯] তাওবাহ 25

কিছু বিষয় আছে যেগুলো সুন্দর তাওবার ক্ষেত্রে সাহায্য করে, ... 27

তাওবার নিয়ম 27

[১০] সাধারণ সুন্নাহ ও নফল সলাত 28

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল 29

alamin5g

for more video https://youtube.com/alamin5g

for more books visit https://goonok.com

সমস্ত প্রশংসা আসমান জমিনের রব্ব আল্লাহর, যিনি এক এবং তাঁর কোনো শরিক নেই, যিনি সমস্ত প্রকার ইবাদাতের একমাত্র যোগ্য ইলাহ। সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর ﷺ উপর, এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবাদের (রদিআল্লাহু আনহুম) উপর।

'আর-রিসালাহ' দাওয়াতি প্ল্যাটফর্ম। আসমান জমিনের রব্ব আল্লাহ তাঁর রাসূলের ﷺ মাধ্যমে আমাদের জন্য যে বার্তা দিয়েছেন, তা মুসলিমদের মধ্যে অবিকৃতভাবে পৌঁছে দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য। আর আল্লাহর জমিনে তাঁর রাসূলের ﷺ দাওয়াত যে সামগ্রিক উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল, মুসলিম হিসেবে সেটাই আমাদের উদ্দেশ্য।

জিলহজ্জের প্রথম দশ দিনের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও আমল নিয়ে শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিলের (হাফিজাহুল্লাহ) লিখা আর্টিকেলটি বাংলা ভাষাভাষী ভাইবোনদের জন্য অনুবাদ করা হল আলহামদুলিল্লাহ। এর সমস্ত সফলতা একমাত্র আল্লাহ আযযাওয়াজালের আর সমস্ত ভুলভ্রান্তি এই অধমদের।

সম্পূর্ণ কাজটি কোনোরকম পরিবর্তন, পরিবর্ধন না করা সাপেক্ষে সকলের প্রচারের জন্য উন্মুক্ত ইন-শা-আল্লাহ। তাই ইলম অর্জনের পাশাপাশি এই ইলমের উপর নিজে আমল করুন এবং অন্য ভাইবোনদের কাছে পৌঁছে দিয়ে তাদের আমলেরও সাওয়াব হাসিল করে নিন।

আপনাদের দুআয় আমাদেরকে স্মরণ রাখুন। আল্লাহর কাছে দুআ করি যেন তিনি আমাদেরকেও অর্জিত ইলমের হক আদায়ের তাওফিক দেন। আল্লাহ তা'লা যেন আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাগুলো কবুল করে বারাকাহ ঢেলে দেন। আল্লাহ তা'লা যেন এমন ক্ষুদ্র কাজের অসিলায় হলেও আমাদেরকে ক্ষমা করে বিনা হিসেবে তাঁর জান্নাতে ঠাঁই দেন। আমিন।

আর-রিসালাহ পরিবার

জিলহজ্জ, ১৪৪০ হিজরি

alamin5g

for more video https://youtube.com/alamin5g

for more books visit https://goonok.com

ভূমিকা

আল্লাহ আযযাওয়াজাল মাসসমূহ সৃষ্টি করেছেন আর রমাদানকে নির্ধারণ করেছেন তাঁর বান্দাদেরকে বাড়তি পুরস্কার দেওয়ার জন্য। ঠিক একইভাবে আল্লাহ যখন দিবস সৃষ্টি করলেন, তখন জিলহজ্জের প্রথম দশ দিনকে শ্রেষ্ঠত্ব দিলেন বাকি দিনগুলোর ওপর।

ইবাদাতের এই মৌসুম অনেকগুলো উপকার নিয়ে আসে; যেমন আমাদের ভুলগুলো শুধরানোর সুযোগ, আমাদের অপূর্ণতাগুলোকে পূর্ণতা দান করার সুযোগ অথবা যে কারো যেকোনো হাতছাড়া হওয়া ইবাদাত পূরণ করে নেওয়ার সুযোগ। অনেকে হয়তো রমাদান বা তার পরের কিছু ইবাদাত হাতছাড়া করে ফেলেছেন আর পরে আফসোস করেছেন। এখন আমাদের সেই ইবাদাতগুলো পুষিয়ে নেওয়ার একটা সুযোগ এল। বিশেষ বিশেষ সব সময়েরই কিছু না কিছু বিশেষ ইবাদাত থাকে যেন বান্দা তার রবের নৈকট্য অর্জন করতে পারে। অনুরূপভাবে জিলহজ্জের এই বিশেষ দিনগুলোরও এমন কিছু ইবাদাত রয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহুতা'লা তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষণ করেন।

সন্তুষ্ট আর সফল তো সেই বান্দা যে কিনা এইসব বিশেষ মাস, দিন আর মুহূর্তগুলো সর্বোচ্চ কাজে লাগিয়ে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করে। ফলে খুব সম্ভব সে আল্লাহর রহমত দ্বারা ছেয়ে যায় আর তার অন্তরে এই খুশি বিরাজ করে যে সে হয়তো আল্লাহর ইচ্ছায় জাহান্নামের ভয়াবহ আগুন থেকে নিজেকে বাঁচাতে পেরেছে।

জিলহজ্জের দশ দিন আসলে কী?

'জিলহজ্জের দশ দিন' হল হিজরি ক্যালেন্ডারের ১২তম মাস ذو الحجة তথা জিলহজ্জের প্রথম দশ দিন। এই দিনগুলোই হল সেই সময়, যখন অধিকাংশ হাজী মক্কা সফর করেন এবং হাজ্জ সম্পন্ন করে থাকেন। এই দশ দিনে হাজীরা যেমন অধিক সাওয়াব লাভের সুযোগ পান, তেমনি যারা হাজ্জে যেতে পারে না তাদেরও অন্যসব ইবাদাতের মাধ্যমে অধিক সাওয়াব হাসিল করে নেওয়ার সুযোগ থাকে।

for more video https://youtube.com/alamin5g

for more books visit https://goonok.com

এই দশ দিনের তাৎপর্য কী?

[১] আল্লাহ আযযাওয়াজাল তাঁর কুরআনে উল্লেখ করার মাধ্যমে এই দিনগুলোকে সম্মানিত করেছেন,

আল্লাহ তা'লা বলেন,

لِّيَشْهَدُوا۟ مَنَـٰفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْلُومَـٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَـٰمِ

যাতে তারা সাক্ষ্য হতে পারে তাদের জন্য কল্যাণকর বিষয়ের (আখিরাতে এবং দুনিয়াতে হাজ্জের পুরস্কার ইত্যাদি), নির্দিষ্ট দিনগুলোয় যেন তারা আল্লাহকে স্মরণ করতে পারে তাদেরকে (কুরবানির উদ্দেশ্যে) তাঁর দেওয়া চতুষ্পদ জন্তুসমূহের জন্য। [1]

অধিকাংশ আলিমগণ এই বিষয়ে একমত যে ওই 'নির্দিষ্ট দিনগুলো' হল জিলহজ্জের প্রথম দশ দিন; কেননা ইবনু আব্বাসের (রদিআল্লাহু আনহু) উক্তি রয়েছে, "এই নির্ধারিত দশ দিন হল প্রথম দশ (জিলহজ্জের)।" [2]

[২] আল্লাহ এই দিনগুলোকে সম্মানিত করেছেন কুরআনে এই দিনগুলোর শপথ নিয়ে,

আর কোনোকিছুর নামে আল্লাহ রব্বুল আ'লামীনের শপথ সেই বিষয়ের অপরিসীম গুরুত্ব এবং তাৎপর্যের ইঙ্গিত দেয়। আল্লাহ আযযাওয়াজাল বলেন,

وَٱلْفَجْرِ ﴿١﴾ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴿٢﴾

শপথ উষার। শপথ দশ রজনীর। [3]

ইবনু আব্বাস, ইবনুল জুবাইর, মুজাহিদসহ পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী আলিমগণের অভিমত হলঃ এই আয়াতে জিলহজ্জের প্রথম দশ দিনের কথা বলা হয়েছে। [4]

আর ইবনু কাসির (রহিমাহুল্লাহ) এই মতটির ব্যাপারে বলেছেন, "এটিই সঠিক মত"।

---

1 সূরা হাজ্জ, ২২ : ২৮

2 সহিহ বুখারি ৯৬৯, সুনানে আবু দাউদ ২৪৩৮

3 সূরা ফাজর, ৮৯ : ১-২

4 তাবারি ২৪/৩৯৬

for more video https://youtube.com/alamin5g

for more books visit https://goonok.com

[৩] এই দিনগুলোকে সবচেয়ে সম্মানিত এবং সর্বোত্তম দিন হিসেবে ধরা হয়

আহমাদ এবং আত-তাবারানি ইবনু উমার হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “আল্লাহর দৃষ্টিতে এই দিনসমূহ (জিলহজ্জের প্রথম দশ দিন) থেকে মর্যাদাপূর্ণ দিন আর নেই এবং এই দিনগুলোতে করা ইবাদাতের চেয়ে প্রিয় ইবাদাত আর নেই। সুতরাং এই দিনগুলোতে বেশি বেশি করে তাহলিল (لَا إِلٰهَ إِلَّا الله), তাকবির (اَللهُ أَكْبَرَ) এবং তাহমিদ (اَلْحَمْدُ لله) পড়।” [5]

وَقَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ بِهَذَا، وَقَالَ "هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ"، فَطَفِقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "اللَّهُمَّ اشْهَدْ". وَوَدَّعَ النَّاسَ. فَقَالُوا هَذِهِ حَجَّةُ الْوَدَاعِ.

ইবনু উমার (রদিআল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, “নাহরের দিন (১০ই জিলহজ্জ) রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাজ্জের সময় জামরাতের মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড়ালেন এবং বললেন, ‘আজকের দিনটি হল সর্বশ্রেষ্ঠ দিন।’

রাসূলুল্লাহ ﷺ বারংবার বলতে লাগলেন, ‘ইয়া আল্লাহ! সাক্ষী থাকুন (আমি আপনার বার্তা পৌঁছে দিয়েছি)’। এরপর তিনি ﷺ মানুষদের বিদায় দিলেন। তাই লোকেরা বলতে থাকল, এটা হাজ্জাতুল ওয়াদা’ (বিদায় হাজ্জ)। [6]

قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى "أَتَدْرُونَ أَىُّ يَوْمٍ هَذَا". قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ "فَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ، أَفَتَدْرُونَ أَىُّ بَلَدٍ هَذَا". قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ "بَلَدٌ حَرَامٌ، أَتَدْرُونَ أَىُّ شَهْرٍ هَذَا". قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ "شَهْرٌ حَرَامٌ". قَالَ "فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا"

ইবনু উমার (রদিআল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, মিনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “তোমরা কি জানো আজকের দিনটি কী?” লোকেরা উত্তর দিল, “আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।”

তিনি ﷺ বললেন, “আজকের এই দিনটি হল ইয়াউমুল হারাম (পবিত্র দিন)। আর তোমরা কি জানো এই শহরটা কী?” লোকেরা জবাব দিল, “আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।”

---

5 আহমাদ ৭/২২৪, আহমাদ শাকির (রহিমাহুল্লাহ) একে সহিহ বলেছেন

6 সহিহ বুখারি ১৭৪২

for more video https://youtube.com/alamin5g

for more books visit https://goonok.com

তিনি ﷺ বললেন, “বালাদুন হারাম (পবিত্র শহর)। আর তোমরা কি জানো এই মাসটা কী মাস?” লোকেরা উত্তর দিল, “আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।”

তিনি ﷺ বললেন, “এই মাসটি হল হারাম (পবিত্র মাস)।” এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “সন্দেহাতীত, আল্লাহ তোমাদের রক্ত, সম্পদ এবং সম্মান একে অপরের জন্য হারাম (পবিত্র) করেছেন তোমাদের এই দিনের, এই মাসের, এই শহরের পবিত্র হওয়ার মতই।” [7]

[৪] এই দিনগুলোর ইবাদাত জিহাদ থেকেও উত্তম (সাধারণ অবস্থায় সর্বোত্তম যে ইবাদাত আমরা করতে পারি)

জিহাদের ফযিলতের তুলনায় আর কোনো ইবাদাতের ব্যাপারেই এত বেশি সংখ্যক হাদিস খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের ইবাদাত আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ থেকেও উত্তম।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে কারও যদি জিলহজ্জের প্রথম দশ দিনে ইবাদাতকারীর চেয়েও শ্রেষ্ঠ হতে হয়, তাহলে তাকে তার সম্পদ আর পরিবার নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে চলে যেতে হবে; সে আর ফিরে আসবে না এবং তার সম্পদ খুইয়ে ফেলবে।

عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ "مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ أَفْضَلَ مِنَ الْعَمَلِ فِي هَذِهِ". قَالُوا وَلاَ الْجِهَادُ قَالَ "وَلاَ الْجِهَادُ، إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَىْءٍ"

ইবনু আব্বাস (রদিআল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন যে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “অন্য কোনো দিনের কোনো আমলই এই দিনগুলোতে (জিলহজ্জের প্রথম দশ দিনে) করা ইবাদাতের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর নয়।”

সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ, এমনকি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও নয়?

তিনি ﷺ বললেন, “এমনকি জিহাদও নয়; অবশ্য এমন ব্যক্তির কথা ভিন্ন যে কিনা নিজের জান আর মাল নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে যায় আর সেগুলোর কিছুই না নিয়ে ফেরে।” [8]

7 সহিহ বুখারি ৬০৪৩

8 সহিহ বুখারি ৯৬৯, সুনানে আবু দাউদ ২৪৩৮, জামি’ আত-তিরমিযি ৭৫৭ ইত্যাদি

for more video https://youtube.com/alamin5g

for more books visit https://goonok.com

[৫] কয়েকজন সাহাবা এবং তাবেঈদের আমল

কয়েকজন সাহাবা এবং তাবেঈনের (সাইদ ইবনু জুবাইরও তাঁদের একজন) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন জিলহজ্জের প্রথম দশ দিন আসতো, তাঁরা এই সুযোগ কাজে লাগাতেন আর এত বেশি পরিমাণ ইবাদাত করতেন যে এর চেয়ে বেশি ইবাদাত করা আর সম্ভব ছিল না।

এই দিনগুলো কেন এত মর্যাদাপূর্ণ?

ইবনু হাজার আসকালানি (রহিমাহুল্লাহ) এই দিনগুলোর বিশেষ মর্যাদার বাহ্যিক কারণ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, এই দিনগুলো এত মর্যাদাপূর্ণ কারণ এই সময়ে শ্রেষ্ঠ ইবাদাতসমূহ পালন করা হয় যা আর অন্য কোনো সময়েই হয় না। (অর্থাৎ, সালাত, দান-সাদাকা, সাওম এবং হাজ্জ সব ইবাদাতই করা হয়)

alamin5g

for more video https://youtube.com/alamin5g

for more books visit https://goonok.com

এই দিনগুলো কি রমাদানের শেষ দশ দিন হতেও উত্তম?

অধিকাংশ আলিমগণ এই মত দিয়েছেন যে, জিলহজ্জের প্রথম দশ দিন রমাদানের শেষ দশ দিন থেকে উত্তম। [9] কেননা রমাদানের শেষ দশদিনের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে লাইলাতুল কদর এর কারণে যা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম।

পরের হাদিসটি জিলহজ্জের প্রথম দশদিনের প্রত্যেক দিন এবং রাতের ইবাদাতের সমন্বয় যে লাইলাতুল কদরের ইবাদাতের সমতুল্য তার ওপর আলোকপাত করে।

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ "

আবু হুরাইরাহ (রদিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "আল্লাহর নিকট জিলহজ্জের দশ দিনের ইবাদাতের তুলনায় আর কোনো দিনের ইবাদাতই অধিক প্রিয় নয়। এই দিনগুলোর প্রত্যেক দিনের সিয়াম এক বছরের সিয়ামের ন্যায় আর এর প্রত্যেক রাতের সলাতুত তাহাজ্জুদ লাইলাতুল কদরের শেষ রাতে তাহাজ্জুদ আদায়ের ন্যায়।" [10]

---

9 শাইখুল মুহাদ্দিস সুলাইমান আল-আলওয়ান তাঁর সহিহুল বুখারির ব্যাখ্যাগ্রন্থে লিখেছেন, "উলামাগণ, আল্লাহ তাঁদের উপর রহমত বর্ষণ করুন – রমাদানের শেষ দশ দিন শ্রেষ্ঠ নাকি জিলহজ্জের প্রথম দশ দিন শ্রেষ্ঠ - এই ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ফুকাহাদের একদল বলেছেন যে রমাদানের শেষ দশ দিন শ্রেষ্ঠ। আবার অপরদল বলেছেন নিশ্চয়ই জিলহজ্জের প্রথম দশ দিনই শ্রেষ্ঠ। আবার আরেকদল আলিম আরও গভীর বিশ্লেষণ করে দিয়েছেন এই বলেঃ "নিশ্চয়ই রমাদানের শেষ দশ 'রাত' জিলহজ্জের শেষ দশ 'রাত' থেকে উত্তম, এবং জিলহজ্জের প্রথম দশ 'দিন' রমাদানের শেষ দশ 'দিন' থেকে উত্তম।"

আর এটা হল ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ) সহ কয়েকজনের মত। আর এই মতটিও আরও একটু ভালভাবে দেখতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আর কোনো দিবসই... (জিলহজ্জের প্রথম দশ দিনের চেয়ে উত্তম নয়)।" আর হাদিসে সাধারণভাবে 'আল-ইয়াওম' সম্বোধন করা হয়েছে যা মূলত রাত আর দিন উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে (অর্থাৎ ২৪ ঘন্টা)।

তাই যা বললে আরও সঠিক হয় তা হলঃ "নিশ্চয়ই জিলহজ্জের প্রথম দশ রমাদানের শেষ দশের চেয়ে উত্তম।" রাত-দিনের পার্থক্য (করে বলা প্রয়োজন) নেই। আর লাইলাতুল কদরের রাত যখনই হয়, তা জিলহজ্জের দশ দিন আর রাত থেকেও উত্তম; কেননা এই রাত একাই জিলহজ্জের দশ (দিন ও রাত) থেকে উত্তম। আর রমাদানের বাদবাকি রাত; সেগুলো জিলহজ্জের থেকে উত্তম নয়।"

10 জামি' আত-তিরমিযি ৭৫৮, সুনান ইবনু মাজাহ ৭/১৮০০, সুনানে বায়হাকি কুবরা ৩৭৫৭; হাদিসটি যয়িফ

alamin5g

for more video https://youtube.com/alamin5g

for more books visit https://goonok.com

এই দশকে আমরা কী করতে পারি?

[১] আল্লাহর যিকির

(ক) তাহলিল অর্থাৎ, لَا إِلٰهَ إِلَّا ٱللهُ "লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ" পড়া।

(খ) তাকবির অর্থাৎ, اَللّٰهُ أَكْبَرُ "আল্লাহু আকবার" বলা।

(গ) তাহমিদ অর্থাৎ, اَلْحَمْدُ لِله "আলহামদুলিল্লাহ্" পড়া।

(ঘ) তাসবিহ অর্থাৎ سُبْحَانَ ٱلله পড়া, "সুবহানাল্লাহ্" পড়া।

আহমাদ এবং আত-তাবারানি আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রদিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "আল্লাহর দৃষ্টিতে এই দিনসমূহ (জিলহজ্জের প্রথম দশ দিন) থেকে মর্যাদাপূর্ণ দিন আর নেই এবং এই দিনগুলোতে করা ইবাদাতের চেয়ে প্রিয় ইবাদাত আর নেই। সুতরাং এই দিনগুলোতে বেশি বেশি করে তাহলিল (لَا إِلٰهَ إِلَّا ٱلله), তাকবির (اَللّٰهُ أَكْبَرُ) এবং তাহমিদ (اَلْحَمْدُ لِله) পড়।"[11]

(ঙ) ইস্তিগফার করা; أَسْتَغْفِرُ الله "আস্তাগফিরুল্লাহ"

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "শেষ বিচারের দিন কেউ যদি নিজ আমলনামা হাতে পেয়ে সন্তুষ্ট হতে চায়, তাহলে সে যেন বেশি বেশি ইস্তিগফার করে।"

আর ইস্তিগফার কেবল নিজের জন্যেই সীমাবদ্ধ রাখবেন না। বরং পুরো উম্মাহর জন্য ইস্তিগফার করবেন। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে কেউ যদি পুরো উম্মাহর জন্য ইস্তিগফার করে, তবে সে উম্মাহর প্রত্যেকের জন্যই নেকি পেয়ে যাবে।

তাই পড়া যেতে পারে, *"আল্লাহুম্মাগফির লিল মু'মিনিন ওয়াল মু'মিনাত"*

---

11 আহমাদ ৭/২২৪, শুআবুল ঈমান ৩৪৭৪, আহমাদ শাকির (রহিমাহুল্লাহ) একে সহিহ বলেছেন

for more video https://youtube.com/alamin5g

for more books visit https://goonok.com

(চ) রাসূলুল্লাহর ﷺ ওপর দরুদ ও সালাম পেশ করা,

যখনই কেউ রাসূলুল্লাহর ﷺ ওপর দরুদ পড়ে, তখন একজন ফেরেশতা রাসূলুল্লাহর ﷺ কাছে গিয়ে বলে - অমুকের ছেলে তমুক আপনাকে সালাম দিয়েছে। যখনই আপনি রাসূলুল্লাহর ﷺ ওপর দরুদ ও সালাম পেশ করেন, তখন একজন ফেরেশতাও আপনার ওপর সালাম পেশ করে থাকে। আর কারও জন্য ফেরেশতাদের সালাম হল আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তির জন্য ক্ষমা চাওয়া।

(ছ) সহিহ হাদিসে উল্লেখ পাওয়া তসবিহগুলো পাঠ

আসলে এই তাসবিহগুলো সবসময়ই আমাদের অন্তরে ও জিহ্বায় থাকা উচিত; তবে জিলহজ্জের এই দিনগুলোর জন্য এগুলো আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

উদাহরণ স্বরূপ যখন কেউ সকালে গাড়িতে করে কাজে যায় কিংবা বিকালে অফিস থেকে ফিরে, অথবা কোনো লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার সময়, অথবা যখনই কেউ একটুখানি অবসর পায় তখনই তার উচিত আল্লাহর যিকির করা।

আবু হামযা আল-বাগদাদি বলেন, "আপনার পক্ষে এটা দাবি করা অসম্ভব যে আপনি আল্লাহকে ভালবাসেন কিন্তু আপনি একাগ্রভাবে আল্লাহর প্রশংসা করছেন না। আর এটা অসম্ভব যে আপনি একনাগাড়ে আল্লাহর প্রশংসা করছেন কিন্তু এর মিষ্টতা এই জীবনে উপলব্ধি করছেন না। আর এটা অসম্ভব যে আপনি আল্লাহর প্রশংসা করে জীবনে মিষ্টতা উপলব্ধি করছেন কিন্তু আপনি তাঁকে ব্যতীত অন্য কোনোকিছু নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন।"

সবসময় আল্লাহ আযযাওয়াজালের প্রশংসা করতে না পারা মূলত মুনাফিকের লক্ষণ। এর নিজের মধ্যেই বিপদ রয়েছে। আল্লাহ তা'লা বলেন,

وَإِذَا قَامُوٓا۟ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُوا۟ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٢﴾

ওরা (মুনাফিকেরা) যখন সলাতে দাঁড়ায় তখন দাঁড়ায় শিথিলচিত্তে, লোকদেখানোর জন্য, আর ওরা আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে থাকে। [12]

আল্লাহ তা'লা বলছেন যে মুনাফিকেরা খুব কমই আল্লাহকে স্মরণ করে।

---

12 সূরা নিসা, ৪ : ১৪২

for more video https://youtube.com/alamin5g

for more books visit https://goonok.com

ইবনু আব্বাস (রদিআল্লাহু আনহু) বলেন, “আল্লাহ্ তা’লা সকল ইবাদাতের সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং অজুহাতের সুযোগ রেখেছেন, একমাত্র ব্যতিক্রম হল যিকির। যিকিরের কোনো নির্ধারিত সময়সীমা নেই, কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই এবং কোনো অজুহাত নেই।”

আল্লাহ্ তা’লা বলেন,

فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَٰمٗا وَقُعُودٗا وَعَلَىٰ

তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর দাঁড়ানো, বসা এবং শয়ন অবস্থায়। [13]

তাকবিরের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ দ্রষ্টব্য

জিলহজ্জের প্রথম দশ দিনে পুরুষদের তাকবির হবে সশব্দে। এই দশ দিনে তাকবির, তাহমিদ, তাহলিল এবং তাসবিহ পড়া হল সুন্নাহ। আর এই সময়ে ঘরে, বাইরে, মসজিদে, রাস্তায় যেখানেই আল্লাহর স্মরণ জায়িজ আছে সেখানেই সশব্দে আল্লাহ আযযাওয়াজালের যিকির এবং বড়ত্ব ঘোষণা করা হল উত্তম ইবাদাত।

পুরুষরা এই যিকিরগুলো করবে সশব্দে আর নারীরা করবে নীরবে। আর এর দলিল হল পূর্বেই উল্লেখিত আয়াত,

لِّيَشۡهَدُواْ مَنَٰفِعَ لَهُمۡ وَيَذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡلُومَٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلۡأَنۡعَٰمِ

যাতে তারা সাক্ষ্য হতে পারে তাদের জন্য কল্যাণকর বিষয়ের,
নির্দিষ্ট দিনগুলোয় যেন তারা আল্লাহকে স্মরণ করতে পারে তাদেরকে (কুরবানির উদ্দেশ্যে)
তাঁর দেওয়া চতুষ্পদ জন্তুসমূহের জন্য। [14]

আর অধিকাংশ আলিমগণ এই বিষয়ে ঐক্যমত যে আয়াতে উল্লেখিত ‘নির্দিষ্ট দিনগুলো’ হল জিলহজ্জের প্রথম দশ দিন।

13 সূরা নিসা, ৪ : ১০৩
14 সূরা হাজ্জ, ২২ : ২৮

for more video https://youtube.com/alamin5g

for more books visit https://goonok.com

তাকবিরে যুক্ত হতে পারে এই শব্দগুলো

اَللّٰهُ أَكْبَرَ، اَللّٰهُ أَكْبَرَ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاَللّٰهُ أَكْبَرَ، اَللّٰهُ أَكْبَرَ، وَلِلّٰهِ الْحَمْد

কাছাকাছি উচ্চারণঃ আল্লহু আকবার আল্লহু আকবার, লা- ইলাহা ইল্লাল্লহু, ওয়াল্লহু আকবার আল্লহু আকবার, ওয়া লিল্লা-হিল হামদ্।

এছাড়া আল্লাহ্ তা'লার অন্যান্য তাসবিহও যুক্ত হতে পারে।

আজকের যুগে তাকবির তো এক ভুলে যাওয়া সুন্নাহে পরিণত হয়েছে, বিশেষত এই সময়ের (জিলহজ্জের) প্রথম দিনগুলোতে। এটা এতই হারিয়ে বসেছে যে একেবারে গুটিকয়েক বান্দা ছাড়া কারও কাছে লোকেরা (সজোরে) তাকবির শুনে না বললেই চলে। মৃত সুন্নাহকে জীবিত করার জন্য এবং উদাসীনদের স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য এই তাকবির সশব্দে পড়তে হবে।

ইবনু উমার এবং আবু হুরাইরাহ (রদিআল্লাহু আনহুম) জিলহজ্জের প্রথম দশ দিন বাজার এলাকায় গিয়ে সশব্দে তাকবির দিতেন আর লোকেরা তাঁদের তাকবির শুনে নিজেরাও তাকবির দিতো।

মানুষকে তাকবির দেওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার কারণ মূলত এই যে প্রত্যেককে এই তাকবির আলাদাভাবে দিতে হবে, জামাআতবদ্ধভাবে নয়; কেননা শরীয়াতে এই তাকবির জামাআতবদ্ধভাবে দেওয়ার কোনো ভিত্তি পাওয়া যায় না।

alamin5g

for more video https://youtube.com/alamin5g

for more books visit https://goonok.com

[২] সাধ্যানুযায়ী সিয়াম পালন

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যারা শুধু আল্লাহর জন্যই সিয়াম রাখে, প্রত্যেক দিনের সিয়ামের জন্য জাহান্নাম থেকে এমন এক পরিখা সমান দূরত্ব দূরে সরে যাবে, যা কিনা আসমান আর জাহান্নামের দূরত্বের সমান।” তাহলে চিন্তা করুন এই দিনগুলোতে সিয়াম রাখলে জাহান্নাম থেকে আপনার দূরত্ব কতখানি হয়ে যাবে।

সিয়াম রাখার পুরস্কার হল এই যে, আল্লাহ আযযাওয়াজাল জান্নাতিদেরকে বলেন,

كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔۢا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِى ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾

অতীতে তোমরা যা কিছুই আগে প্রেরণ করেছো,
তার জন্য স্বাচ্ছন্দ্যে খাও এবং পান কর। [15]

আর একজন সিয়াম পালনকারী সিয়াম ভাঙ্গার পূর্বমুহূর্তে একটি মাকবুল দুআ তথা কবুল হয় এমন দুআও পুরষ্কার হিসেবে পেয়ে থাকে।

অন্যসব আমলে আল্লাহ আযযাওয়াজাল সওয়াব বৃদ্ধি করেন সাত গুণ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত; একমাত্র সিয়াম এর ব্যতিক্রম। কেননা আল্লাহ আযযাওয়াজাল বলেছেন যে সিয়াম তাঁর এবং কেবলমাত্র তাঁরই জন্য। আমরা তো জানি সিয়াম আল্লাহর জন্য, সলাত আল্লাহর জন্য, যিকর আল্লাহর জন্য; সমস্ত ইবাদাতই আল্লাহর জন্য। কিন্তু কেন আল্লাহ আযযাওয়াজাল সিয়ামের বিষয়টিই নির্দিষ্ট করে শুধু তাঁর জন্য করলেন? আপনাদের কী মনে হয়?

এর কারণ হল এই যে, সিয়াম এমন এক গোপন ইবাদাত যেখানে এর প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউই জানে না, কেউই জানে না আপনি কি সত্যিই সিয়াম ছিলেন নাকি ভান করে ছিলেন। আর তাই আপনার সিয়ামের জন্য আল্লাহ আযযাওয়াজাল স্বয়ং প্রতিদান দেবেন।

ইব্রাহিম বিন হানী তাঁর মৃত্যুর সময় সিয়ামরত ছিলেন। মৃত্যুশয্যায় তিনি তৃষ্ণার্ত হয়ে যান। আর তাই তার পুত্র পানি নিয়ে এসে পিতাকে পান করতে বললেন। ইব্রাহিম জিজ্ঞেস করলেন, “মাগরিব কি হয়েছে?” ছেলে বলল “না।” বাবা বললেন, “এরকম একটি দিনের জন্যই তো মানুষ আমল করে থাকে।” অতঃপর সিয়ামরত অবস্থায়ই তিনি রব্বে কারিমের নিকট চলে গেলেন।

---

15 সূরা হাক্ক, ৬৯: ২৪

for more video https://youtube.com/alamin5g

for more books visit https://goonok.com

নাফিসাহ বিনতে হাসান বিন জাইদ; এই মহিয়সী নারীও তাঁর মৃত্যুশয্যায় সিয়ামরত ছিলেন। তাঁর পুত্র তাঁকে জোর করে খাওয়াতে চেষ্টা করলে তিনি বলেছিলেন "সুবহানাল্লাহ! আমি ৩০ বছর ধরে আল্লাহর কাছে সিয়ামরত অবস্থায় মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা করছি, আর তুমি কিনা এখন আমার সিয়াম ভাঙতে চাইছো?" তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করতে করতে মারা গেলেন –

قُل لِّمَن مَّا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ قُل لِّلَّهِۚ

كَتَبَ عَلَىٰ نَفۡسِهِ ٱلرَّحۡمَةَۚ لَيَجۡمَعَنَّكُمۡ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ لَا رَيۡبَ فِيهِۚ

বলুন, নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু রয়েছে সেসব কার? বলুনঃ আল্লাহরই।
তিনি নিজের জন্য কর্তব্য স্থির করে নিয়েছেন যে
তিনি তোমাদের সকলকে কিয়ামতের দিন একত্রিত করবেন,
এতে কোনোই সন্দেহ নেই। [16]

[৩] যথাসম্ভব সাদাকাহ করা

যদিও সারা বছর জুড়েই আমাদের সাদাকাহ করা উচিত, তবে জিলহজ্জের প্রথম দশ দিনে আমাদের প্রত্যেকের আরও বেশি করে আল্লাহর রাস্তায় সাদাকাহ করা উচিত।

আল্লাহ আযযাওয়াজাল বলেন,

وَمَآ أَنفَقۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَهُوَ يُخۡلِفُهُۥۖ وَهُوَ خَيۡرُ ٱلرَّٰزِقِينَ ﴿٣٩﴾

এবং তোমরা যা কিছু ব্যয় কর (সৎকর্মের জন্য) তিনি তার প্রতিদান দেন। আর তিনিই সর্বোত্তম প্রতিদানকারী। [17]

ইবনু কাসির (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, আল্লাহ তা'লা দানশীল মুমিনদেরকে এই জীবনে করা সাদাকাহের জন্য আখিরাতে তার দানের সমপরিমাণ বা তারও অধিক প্রতিদান দিবেন।

---

16 সূরা আনআ'ম, ৬ : ১২
17 সূরা সাবা, ৩৪ : ৩৯

for more video https://youtube.com/alamin5g

for more books visit https://goonok.com

ইবনু উমার (রদিআল্লাহু আনহু) যখন আল্লাহর এই আয়াত শুনলেন,

لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِن شَىْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

তোমরা যা ভালোবাস, তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত কখনোই তাকওয়া অর্জন করতে পারবে না; আর তোমরা যা থেকেই ব্যয় করে থাক, আল্লাহ তা সম্পর্কে সম্যক অবগত। [18]

আয়াতটি শোনার পর ইবনু উমার (রদিআল্লাহু আনহু) আশেপাশে তাকালেন এবং তাঁর মালিকানাধীন এক দাসীর চেয়ে অধিক ভালোবাসার আর কিছু পেলেন না। আর তাই তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তখনই সেই দাসীকে আজাদ করে দিলেন।

সাঈদ বিন উবাদাহ প্রতিদিন মাসজিদের ৮০ জন দরিদ্র মুসলমানকে খাওয়ানোর জন্য তাঁর ঘরে নিয়ে যেতেন। তাঁর পুত্রও উত্তরাধিকার সূত্রে আল্লাহর রাস্তায় উদারভাবে ব্যয় করার গুণটি পেয়েছিলেন। তাঁর পুত্রের নাম ছিল কায়িস বিন সাঈদ বিন উবাদাহ। তিনি যখন ধনী ছিলেন তখন তিনি লোকদেরকে ঋণ দিতেন।

একবার তিনি দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিন্তু লোকেরা তাঁকে দেখতে যাওয়া থেকে বিরত থাকল। কারণ বেশিরভাগই তাঁর কাছ থেকে ঋণ নিয়েছিল আর ভেবে বসেছিল যে তিনি হয়তো সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। কায়িস যখন এই ব্যাপার জানতে পারলেন, তখন তিনি ঘোষণা করলেন, "ভ্রাতৃত্বের পথে যে ধনসম্পদ বাধা হয়ে যায়, সেই সম্পদ ধ্বংস হোক। আমি তাদের সবার ঋণ মাফ করে দিলাম।"

[8] কুরআন তিলাওয়াত

কুরআন তিলাওয়াত তো এই দশ দিন ছাড়াও প্রতিদিনের অভ্যাস হওয়া উচিত।

কুরআন তিলাওয়াতকারী বান্দারা আল্লাহ আযযাওয়াজালের নিকট বিশেষ মর্যাদার অধিকারি। নাবি ﷺ কুরআন তিলাওয়াতের নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন যে 'আলিফ-লাম-মীম' একটি বর্ণ নয় বরং আলিফ হল একটি বর্ণ, লাম একটি বর্ণ এবং মিম একটি বর্ণ। আর প্রত্যেকটি বর্ণের জন্য তিলাওয়াতকারীর জন্য রয়েছে দশটি করে হাসানাত। সুতরাং আপনি কেবল আলিফ-লাম-মীমের জন্যই ত্রিশটি হাসানাত পেয়ে যাবেন।

18 সূরা আলি ইমরান, ৩ : ৯২

for more video https://youtube.com/alamin5g

for more books visit https://goonok.com

আসমাকে (রদিআল্লাহু আনহা) জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে কুরআন তিলাওয়াতের সময় রাসূলুল্লাহর ﷺ সাহাবারা কীরূপ অবস্থায় থাকতেন। তিনি বলেছিলেন যে তাঁদের চোখ কান্নায় ভিজে যেত আর পেশিগুলো জর্জরিত হয়ে যেত; ঠিক যেমনটা আল্লাহ আযযাওয়াজাল বলেছেন,

ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحۡسَنَ ٱلۡحَدِيثِ كِتَٰبٗا مُّتَشَٰبِهٗا مَّثَانِيَ تَقۡشَعِرُّ مِنۡهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخۡشَوۡنَ رَبَّهُمۡ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمۡ
وَقُلُوبُهُمۡ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهۡدِي بِهِۦ مَن يَشَآءُۚ وَمَن يُضۡلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنۡ هَادٍ ﴿٢٣﴾

আল্লাহ তা’লা সর্বশ্রেষ্ঠ বাণীসমূহ অবতীর্ণ করেছেন, এমন একটি কিতাব যা সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যার বিষয়াবলির করা হয়েছে পুনরাবৃত্তি; যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে, এতে তাদের গা শিউরে উঠে, তখন তাদের দেহ ও অন্তঃকরণ আল্লাহর স্মরণে বিনম্র হয়। এটাই আল্লাহর হিদায়াত, তিনি যাকে ইচ্ছা এর দ্বারা পথ প্রদর্শন করেন। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার তো কোনোই পথপ্রদর্শক নেই। [19]

ইবনু মাসউদ (রদিআল্লাহু আনহু) বলেছিলেন, “আমাদের জন্য কুরআন হিফজ করা ছিল কঠিন, তবে মেনে চলা ছিল সহজ। তবে এমন একসময় আসবে যখন হিফজ করা হবে সহজ, কিন্তু এটি মেনে চলা সহজ হবে না।”

আর এখন তো আমরা এমন এক সময়ে আছি যখন কুরআন হিফজেরও অভাব, কুরআনের আনুগত্যেরও অভাব।

মুজাহিদকে (রহিমাহুল্লাহ) একবার দুই ব্যক্তির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল; যাদের একজন আল-বাকারাহ আর আলি-ইমরান তিলাওয়াত করেছে এবং অপরজন একই সময় নিয়ে কেবল আল-বাকারাহ তিলাওয়াত করেছে। তাহলে এদের মধ্যে কে উত্তম? তিনি উত্তর দিলেন, “উত্তম তিনি যিনি একই সময়ে শুধু আল-বাকারাহ তিলাওয়াত করেছেন; কারণ তিনি এর অর্থ অনুধাবনের জন্য বেশি সময় পেয়েছেন।”

আমরা সবাই তো রাসূলুল্লাহকে ﷺ ভালবাসি এবং শেষ বিচারের দিন তাঁকে দেখার ইচ্ছা করি। তাহলে ভাবুন কী হবে, যদি তিনি ﷺ আপনার সম্পর্কে আল্লাহ আযযাওয়াজালের নিকট এই আয়াতটির মাধ্যমে অভিযোগ করে থাকেন,

وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَٰرَبِّ إِنَّ قَوۡمِي ٱتَّخَذُواْ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ مَهۡجُورٗا ﴿٣٠﴾

এবং রাসূল বলবেন, ‘হে আমার রব! আমার জাতির লোকেরা

19 সূরা যুমার, ৩৯ : ২৩

for more video https://youtube.com/alamin5g

alamin5g

for more books visit https://goonok.com

এই কুরআনকে পরিত্যক্ত গণ্য করেছিল।’ [20]

ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, “কুরআনকে পরিত্যাগ করা হয় ৫ উপায়েঃ

i. কুরআন তিলাওয়াত শোনা পরিত্যাগ করা,
ii. কুরআনের হালাল-হারাম তথা বিধিবিধান পরিত্যাগ করা,
iii. ছোট-বড় যেকোনো কলহ-বিবাদের ক্ষেত্রে কুরআনের দিকে প্রত্যাবর্তন না করা,
iv. কুরআনের ব্যাপকতা ও বোধগম্যতা ত্যাগ করা,
v. অসুস্থ হৃদয় নিরাময়ের জন্য কুরআনের ব্যবহার ত্যাগ করা। (হতাশা এবং অসুস্থ অনুভূতি নিরাময়ে কুরআনের পরিবর্তে অন্যান্য উপায় অবলম্বন করা)”

[৫] অবিরত এবং অবিচলভাবে দুআ করতে থাকা

যে ব্যক্তি দুআ করে না, সে আল্লাহর ক্রোধের শিকার হয়ে যেতে পারে; কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ

যে আল্লাহর কাছে চায় না, আল্লাহ তার উপর নিজের ক্রোধ চাপিয়ে দেন। [21]

যখন আপনি অধিরভাবে আল্লাহর কাছে দুআ করতে থাকবেন, তখন জেনে রাখুন আল্লাহ আপনার দুআ কবুল করবেন ইনশাআল্লাহ। যখন উলামাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আমরা কীভাবে বুঝব যে আল্লাহ তা’লা আমাদের দুআ কবুল করবেন? তাঁদের উত্তর ছিল এমন – যখন কেউ পানিতে ডুবে যেতে থাকে আর বাঁচার জন্য মরিয়া হয়ে সাহায্য চাইতে থাকে, আল্লাহর কাছে সেভাবে চাইলে (আল্লাহ সেই দুআ কবুল করেন)।

দুআ করবার জন্য দুআ কবুলের সময়গুলো খুঁজে বের করুন। সেই সময়গুলোর অন্যতম হলঃ

i. রাতের শেষ তৃতীয়াংশ,
ii. ফরয সলাতের পূর্বে আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়,
iii. জুমুআর দিনে ইমাম যখন মিম্বরে অবস্থান করেন,
iv. বৃষ্টির সময়,

20 সূরা ফুরকান, ২৫ : ৩০
21 জামি’ আত-তিরমিযি, ৩৩৭৩

for more video https://youtube.com/alamin5g

for more books visit https://goonok.com

v. সিজদাহরত অবস্থায় ইত্যাদি।

দুআ শুরু করুন আল্লাহ আযযাওয়াজালের প্রশংসা এবং রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রতি দরুদ ও সালাম পেশ করে। ইস্তিগফার ও তাওবাহ করুন।

অতঃপর দুআ করবার সময় নিম্নের বিষয়গুলো খেয়াল রাখুনঃ

i. অবিচল থাকুন এবং আল্লাহর কাছে অনবরত দুআ করতে থাকুন,
ii. দুআর সাথে অন্তরকে জুড়ে নিন,
iii. উযু অবস্থায় থাকুন,
iv. দুআর আগে সাদাকাহ করুন,
v. যেসমস্ত সময়ে দুআ কবুল হয়, সেই সময়গুলোতে দুআ করুন।

ইমাম শাওকানি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, "তোমার দুআ কবুল হয়েছে বলে জানবে যখন তোমার অন্তর প্রস্তুত থাকে, যখন কান্না আসে এবং অশ্রু ঝড়ে যায় আল্লাহর জন্য, যখন দুআয় তুমি থাক অটল। আর সবশেষে, যখন তোমার এমন অনুভূতি হয় যে কাঁধ থেকে যেন বিরাট এক বোঝা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَا مِنْ عَبْدٍ بَاتَ عَلَى طُهُورٍ ثُمَّ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ
فَسَأَلَ اللَّهَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا أَوْ مِنْ أَمْرِ الآخِرَةِ إِلاَّ أَعْطَاهُ

এমন কেউই নেই যে কিনা পবিত্র অবস্থায় ঘুমোতে যায়,
অতঃপর গভীর রাতে উঠে এই দুনিয়া বা আখিরাতের জন্য উত্তম কিছু চায়,
অথচ আল্লাহ সুবহানাহুতা'লা তা পূর্ণ করেন না। [22]

22 সুনান ইবনু মাজাহ ৩৮৮১, হাদিসটি হাসান

for more video https://youtube.com/alamin5g

for more books visit https://goonok.com

[৬] কিয়ামুল লাইল

যারা গভীর রাতে কিয়ামুল লাইল আদায় করে তাঁদের জন্য জান্নাতে স্বচ্ছ দেয়ালের প্রাসাদ প্রস্তুত আছে। এছাড়া স্বয়ং আল্লাহ আযযাওয়াজাল রাতের ইবাদাতকারীদের প্রতি হাসেন। আর আল্লাহ তা'লা কারও প্রতি হাসার অর্থ হল সে আল্লাহর দৃষ্টিতে উত্তম অবস্থায় রয়েছে। এটাই নেককারদের পথ, গুনাহ থেকে হিফাজতকারী। আল্লাহ আযযাওয়াজাল বলেন,

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِىَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

কেউ জানে না তাঁদের আমলের প্রতিদানস্বরূপ কী অসাধারণ নয়নাভিরাম পুরস্কার লুকিয়ে রাখা আছে। [23]

হাসান আল-বসরি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, "গুনাহের ফল ছাড়া কারও কখনও রাতের সলাত ফসকে যায় না।"

উম্মুল মুমিনিন আইশা (রদিআল্লাহু আনহা) বলেন, "আল্লাহর কসম, আমি রাসূলুল্লাহকে ﷺ (সাধারণ অবস্থায়) কখনও রাতের সলাত ত্যাগ করতে দেখিনি।" [24]

[৭] আরাফার দিনের মর্যাদা এবং এই দিনে সিয়াম রাখা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ
وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلاَئِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلاَءِ

আল্লাহ তা'লা আরাফার দিনের তুলনায় অধিক সংখ্যক বান্দাদের জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন না।
তিনি কাছে আসেন এবং ফেরেশতাদের নিকট তাঁর বান্দাদের প্রশংসা করে বলেন, 'এরা কী চায়?' [25] [26]

23 সূরা সাজদাহ, ৩২ : ১৭

24 আইশা (রদিআল্লাহু আনহা) থেকে সহিহ সূত্রে বর্ণিত আছে যে রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনও রাতের সলাত আদায় করতে না পারলে পরদিন বার রাকাআত নফল আদায় করতেন। আর অসুস্থতা, সফর, জিহাদ-ফি-সাবিলিল্লাহ ইত্যাদি সাধারণ অবস্থার ব্যতিক্রম।

25 সহিহ মুসলিম ১৩৪৮

26 আল্লাহ সুবহানাহুতা'লা সমস্ত বিষয়ে সম্যক অবগত, কিন্তু এরপরও বান্দাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর ফেরেশতাদের মুখে বলানোর জন্যই বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন।

for more video https://youtube.com/alamin5g

for more books visit https://goonok.com

শয়তানকে আর কোনো সময়েই এই দিনের চেয়ে বেশি অসহায় অবস্থায় পাওয়া যায় না। কারণ হল এই দিনে ওর আগের সমস্ত লাফঝাঁপ বৃথা হয়ে যায়। শয়তান অসহায় হবেই বা না কেন? আরাফার ময়দানে যে মানুষেরা তাওবাহ করে যাচ্ছে আর যারা হাজ্জে উপস্থিত হত পারেনি তাঁরাও তো সিয়াম রাখছে আর আল্লাহ আযযাওয়াজালের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছে!

এই দিনে সিয়াম থাকা হলে বিগত এক বছর এবং পরবর্তী এক বছরের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ. قَالَ: "يُكَفِّرُ اَلسَّنَةَ اَلْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ", وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ. قَالَ: "يُكَفِّرُ اَلسَّنَةَ اَلْمَاضِيَةَ"

আবু কাতাদাহ (রদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহকে ﷺ আরাফার দিনের সিয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি ﷺ বললেন, 'তা (ঐ দিনের) পূর্বের এবং পরের এক বছরের গুনাহসমূহের ক্ষতিপূরণ'।

পুনরায় আশুরার দিনে সিয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি ﷺ বললেন, 'তা এর বিগত এক বছরের গুনাহের ক্ষতিপূরণ।' [27]

এছাড়াও আরেকটি হাদিসে এসেছে,

عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صِيَامَ عَاشُورَاءَ وَالْعَشْرَ وَثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ.

হাফসাহ (রদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, "চারটি জিনিস রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনও ছাড়তেন নাঃ

i. আশুরা দিনের সিয়াম রাখা,
ii. (জিলহজ্জের প্রথম) দশের সিয়াম,
iii. আইয়্যামের তিনটি সিয়াম এবং
iv. আল-গাদাহের (ফজরের ফরয) আগে দু রাকাআত।" [28]

27 বুলুগুল মারাম ৫/৬৮০; এছাড়া সহিহ মুসলিম ১১৬২, সুনান আবু দাউদ ২৪২৫ সহ অন্যান্য হাদিসগ্রন্থে বিভিন্নভাবে এসেছে।

28 সুনান আন-নাসাঈ ২৪১৬, হাদিসটি হাসান

for more video https://youtube.com/alamin5g

for more books visit https://goonok.com

তবে যারা হাজ্জে যায়, তাঁদের জন্য সিয়াম না রাখাই উত্তম।

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضى الله عنه- أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- { نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ

আবু হুরাইরাহ (রদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আরাফাতেই অবস্থান করা লোকদের জন্য আরাফাহ দিনের সিয়াম রাখতে নিষেধ করেছেন।[29]

ইমাম তিরমিযি (রহিমাহুল্লাহ) মন্তব্য করেন, "আলিমগণের পছন্দের মত হল আরাফার দিন বান্দা সিয়াম রাখবে যদি না সে আরাফাতেই অবস্থান করে।"

[৮] ১০ই জিলহজ্জ পশু কুরবানি

আসমান-জমিন ও দিন-রাতের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ আযযাওয়াজাল কিছু দিনকে অন্য দিনের ওপর আমল করে নেওয়ার জন্য মর্যাদা দিয়েছেন। কুরবানি এমনই একটি আমল।

দশম দিনে কুরবানির আমলে রয়েছে বিরাট পুরস্কার, যারা হাজ্জে গিয়েছে এবং যারা হাজ্জে যায়নি তাঁদের উভয়দলের জন্যই। কুরবানি দেওয়ার সময় ১০ই জিলহজ্জ থেকে এর পরের তিন দিন পর্যন্ত অর্থাৎ, ১৩ই জিলহজ্জ পর্যন্ত। এই কুরবানি আল্লাহর তাওহিদের ঘোষণার জন্য, একমাত্র তাঁর প্রশংসার জন্য, পিতা ইবরাহিমকে (আলাইহিস সালাম) অনুসরণের জন্য। আল্লাহ আযযাওয়াজাল বলেন,

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ۝٢

অতএব আপনার রবের উদ্দেশ্যে সলাত আদায় এবং কুরবানি করুন।[30]

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝١٦٢

বলুন, নিশ্চয়ই আমার সলাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন এবং আমার মরণ জগৎসমূহের রবব আল্লাহর জন্য।[31]

29 বুলুগুল মারাম ৫/৬৯৪, সুনান ইবনু মাজাহ ৭/১৮০৪, আহমাদ ২/ ৩০৪, ৪৪৬ ইত্যাদি; ইবনু খুজাইমাহ এবং হাকিম একে সহিহ বলেছেন।

30 সূরা কাউসার, ১০৮ : ২

31 সূরা আনআ'ম, ৬ : ১৬২

for more video https://youtube.com/alamin5g

for more books visit https://goonok.com

কিছু সংখ্যক আলিমগণ বলে থাকেন যে কুরবানি করা ওয়াজিব। তবে জুমহুরের মত হল কুরবানি হল সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ (অতি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ)। উভয় মতই সামর্থ্যবানের জন্য কুরবানি করার গুরুত্ব বুঝিয়ে দেয়। স্বয়ং রাসূলুল্লাহর ﷺ বক্তব্য থেকেও সেটাই স্পষ্ট হয়,

مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا

যার কুরবানির সামর্থ্য থাকে কিন্তু সে তা দেয় না, সে আমাদের সলাতের ময়দানে না আসুক। [32]

যখন কুরবানি দিবেন, তখন পড়তে পারেন,

بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي وَمِنْ أَهْلِ بَيْتِي

কাছাকাছি উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহি ওয়াআল্লাহু আকবার, আল্লাহুম্মা তাক্কব্বাল মিন্নি, ওয়া-মিন আহলিল বাইতি।

অর্থাৎ, আল্লাহর নামে (কুরবানি করছি), আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ; ইয়া আল্লাহ আমার এবং আমার পরিবারের পক্ষ থেকে কবুল করুন। [33]

বরেণ্য আলিমগণ সকলে একমত যে, সাদাকাহর জন্য হলেও কুরবানি সম্পন্ন করা পশু কিনে দিয়ে দেওয়ার চেয়ে উত্তম। কেননা কুরবানি নিজেই একটি ইবাদাত।

সর্বোচ্চ সাতজন একটি উট বা গরু কুরবানিতে অংশিদার হতে পারে।

ঘরের কর্তা নিজের জন্য এবং তার উপর নির্ভরশীল নারী, শিশুদের পক্ষ থেকে কুরবানি করতে পারে; সাহাবারা এবং সালাফেরা এমনটিই করতেন। যেই কুরবানির নিয়ত করে, কুরবানি সম্পন্ন হওয়ার আগ পর্যন্ত তার চুল-নখ কাটা থেকে বিরত থাকা উচিত।

কুরবানির পর পশুর গোশতের একাংশ নিজে খাবে; আর অপরাপর অংশগুলো দিয়ে আত্নীয় স্বজন ও গরিব মিসকিনদের ওকে আদায় করবে।

32 সুনান ইবনু মাজাহ ২৬ / ৩২৪২

33 সহিহ মুসলিমের ১৯৬৬ এবং ১৯৬৭ অনুসারে

for more video https://youtube.com/alamin5g

for more books visit https://goonok.com

যদিও এমনটা বাধ্যতামূলক নয় যে কুরবানির জন্য আপনাকেই নিজ হাতে জবেহ করতে হবে, তবে এটাই সর্বোত্তম। আপনি কেবল তত্ত্বাবধানে থাকতে পারেন অথবা অপারগ হলে কাউকে দায়িত্ব দিয়েও করাতে পারেন।

কুরবানি অবশ্যই হতে হবে ঈদুল আযহার সলাতের পরে; আর হাতে সময় পাবে পরের তিনদিন (১৩ই জিলহজ্জ পর্যন্ত)। যারা ঈদের সলাতের আগেই কুরবানি করে ফেলেছিল, তাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন তারা আবার কুরবানি করে।[34]

[৯] তাওবাহ

রাসূলুল্লাহর ﷺ অনুসরণে প্রতিদিনই তাওবাহ করা উচিত।

আল্লাহ আযযাওয়াজাল বলেন,

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালবাসেন এবং ভালবাসেন পবিত্রতা অর্জনকারীদের।[35]

নাবি মুসা (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয় যেখানে তিনি তার সম্প্রদায়কে সাথে নিয়ে আল্লাহর কাছে বৃষ্টির জন্য দুআ করছিলেন। আল্লাহ আযযাওয়াজাল মুসাকে (আলাইহিস সালাম) বললেন, তাঁর সাথে উপস্থিতদের মাঝে এমন একজন আছে যে চল্লিশ বছর যাবত গুনাহ করেই যাচ্ছে এবং তখনও সে আল্লাহর অবাধ্য হয়ে আছে।

মুসা (আলাইহিস সালাম) তাঁর কওমের দিকে ফিরে বললেন, সেই ব্যক্তিকে অবশ্যই বের হয়ে যেতে হবে। কারণ তার কারণেই দুআ কবুল করা হচ্ছে না। ঐ গুনাহগার লোকটি তখন নীরবে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করলো, যাতে তার গুনাহগুলো গোপন রাখা হয় যেভাবে আল্লাহ ৪০ বছর যাবত সেগুলো গোপন রেখেছেন; এবং তাকে যাতে ক্ষমা করা হয়।

আল্লাহ আযযাওয়াজাল দেখলেন লোকটির তাওবাহ আন্তরিক। তখনই আল্লাহ তার তাওবাহ কবুল করলেন এবং বৃষ্টি দিলেন। মুসা (আলাইহিস সালাম) অবাক হয়ে গেলেন, ‘কেউ বের হয়ে যাওয়ার আগেই কেন বৃষ্টি হচ্ছে?’ আল্লাহ আযযাওয়াজাল উত্তরে বললেন, ‘ঐ ব্যক্তির তাওবাহ কবুল করা হয়েছে এবং তার পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।’

---

34 এই ব্যাপারে সমস্ত হাদিসগ্রন্থেই একাধিক প্রসিদ্ধ বর্ণনা রয়েছে।

35 সূরা বাকারাহ, ২ : ২২২

for more video https://youtube.com/alamin5g

for more books visit https://goonok.com

এছাড়াও হাদিসে এসেছে,

كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ

প্রত্যেক বনি আদমই গুনাহগার, আর গুনাহগারদের মধ্যে তারাই উত্তম যারা তাওবাহ করে। [36]

আল্লাহ আযযাওয়াজাল চাইলে গুনাহকে উত্তম আমলে রূপান্তর করে দিতে পারেন। তিনি বলেন,

إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَٰلِحًا فَأُوْلَٰٓئِكَ يُبَدِّلُ
ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمْ حَسَنَٰتٍ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٧٠﴾

তারা ব্যতীত যারা তাওবাহ করে, ঈমান আনে এবং নেক আমল করে; আল্লাহ তাদের গুনাহসমূহকে পরিবর্তন করে দেবেন হাসানাতে (উত্তম জিনিসে)। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [37]

alamin5g

আল্লাহ আযযাওয়াজাল সকল ধরনের গুনাহেরই তাওবাহ কবুল করেন এবং ক্ষমা করে দেন। তিনি সুবহানাহু বলেন,

قُلْ يَٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ
إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾

বলে দিন, ওহে আমার বান্দারা যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছো, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [38]

কিন্তু তাই বলে আমাদের তাওবাহ করতে যেন দেরি না হয়; কারণ আমরা জানিনা কখন আমাদের মৃত্যু এসে যাবে।

---

36 সুনান ইবনু মাজাহ ৩৭ / ৪৩৯২, হাসান

37 সূরা ফুরকান, ২৫ : ৭০

38 সূরা যুমার, ৩৯ : ৫৩

for more video https://youtube.com/alamin5g

for more books visit https://goonok.com

কিছু বিষয় আছে যেগুলো সুন্দর তাওবার ক্ষেত্রে সাহায্য করে,

i. আল্লাহ আযযাওয়াজাল ক্ষমা করতে পারেন - এই ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা।
ii. মুসলিমদের সাথে উত্তম আচরণ করা।
iii. ইবাদাত, যেগুলো আল্লাহ ও বান্দার মাঝে সম্পর্ক তৈরি করবে।
iv. উত্তম বন্ধুত্ব।
v. সবসময় আল্লাহর দয়ার কথা অন্তরে রাখা।
vi. মৃত্যুকে স্মরণ করা।
vii. সবর, যার দুটো দিক রয়েছেঃ পাপ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে সবর এবং ভালো কাজ করার ব্যাপারে সবর।
viii. নিজের ব্যাপারে সচেতন হওয়া।
ix. এটা অনুভব করা যে, প্রতিটা মানুষেরই একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। যেমন আল্লাহ আযযাওয়াজাল নির্দেশ দিয়েছেন,

ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ

আপন পালনকর্তার পথে আহ্বান করুন হিকমাহ দিয়ে ও উত্তম উপদেশে;
আর তাদের সাথে আলোচনা করুন পছন্দনীয় পন্থায়। [39]

একইসাথে কিছু বিষয় এমন আছে যা বান্দার তাওবার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আর সেগুলো মূলত উপরোল্লিখিত বিষয়গুলোর বিপরীত।

তাওবার নিয়ম

i. কৃত গুনাহের ব্যাপারে অনুতপ্ত হওয়া এবং অনুশোচনা দেখানোর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া।
ii. উক্ত গুনাহ পুনরায় না করার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর হওয়া।
iii. গুনাহের কাজটি ঢেকে দেওয়ার জন্য উত্তম আমল করা।
iv. যদি গুনাহটি কোনো বান্দার হকের সাথে জড়িত হয়, তাহলে অবশ্যই তার সাথে মিমাংসা করে নেওয়া।

(উদাহরণস্বরূপ যদি কোনো মুসলিমের নামে গীবত করে থাকেন অথবা তার সম্পদ চুরি করে থাকেন, তাহলে অবশ্যই তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে এবং তার প্রাপ্য সম্পদ ফিরিয়ে দিতে হবে। আর যদি আর এমন মনে হয় যে এতে সমস্যা আরও বাড়বে, তাহলে যেভাবে তার গীবত করা হয়েছে, একইভাবে তার নামে ভালো ভালো কথা প্রচার করুন। অথবা তাকে তার সম্পদ পরোক্ষভাবে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করুন, আর এমন হলে এটিও উত্তম।)

---

39 সূরা নাহল, ১৬ : ১২৫

for more video https://youtube.com/alamin5g

for more books visit https://goonok.com

[১০] সাধারণ সুন্নাহ ও নফল সলাত

প্রতিদিন ১২ রাকাআত সুন্নাহ সলাতের জন্য আপনি জান্নাতে একটি প্রাসাদ পাবেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তো বেশি বেশি সালাত আদায় করার তাগিদ দিয়েছেন। কারণ আমরা যতবার আল্লাহ আযযাওয়াজালের সামনে সিজদায় ঝুঁকি, এটি আমাদের একটি করে গুনাহ ঝরিয়ে দেয়। আর যতবার সিজদাহ থেকে উঠি, আল্লাহ তা'লা আমাদের আমলনামায় একটি করে সাওয়াব যোগ করে দেন।

.

আমি আল্লাহ আযযা ওয়াজালের কাছে আমাদের যাবতীয় ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং দুআ করছি যেন আমরা তাঁর রহমত এবং ক্ষমা লাভের জন্য জিলহজ্জের পবিত্র দিনগুলোর সুযোগ নিতে পারি। আমিন।

alamin5g

for more video https://youtube.com/alamin5g

for more books visit https://goonok.com

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিলের জন্ম যুক্তরাষ্ট্রে। তাঁর পিতা শাইখ মুসা জিবরিল ছিলেন মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সেই সুবাদে আহমাদ মুসা জিবরিল তাঁর শৈশবের বেশ কিছু সময় মদিনায় কাটান। সেখানেই এগারো বছর বয়সে তিনি হিফয সম্পন্ন করেন। উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার আগেই তিনি বুখারি ও মুসলিম মুখস্থ করেন। কৈশোরের বাকি সময়টুকু তিনি যুক্তরাষ্ট্রেই কাটান এবং সেখানেই ১৯৮৯ সালে হাইস্কুল থেকে পাশ করেন। পরবর্তীকালে তিনি বুখারি ও মুসলিমের সনদসমূহ মুখস্থ করেন, এরপর হাদিসের ছটি কিতাব (কুতুবুস সিত্তাহ) মুখস্থ করেন। তারপর তিনিও তাঁর বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করে মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শরিয়াহর ওপর ডিগ্রি নেন।

আহমাদ মুসা জিবরিল শাইখ ইবনু উসাইমিনের তত্ত্বাবধানে অনেকগুলো কিতাবের অধ্যয়ন সম্পন্ন করেন এবং তিনি তাঁর কাছ থেকে অত্যন্ত বিরল তাযকিয়াহও লাভ করেন। শাইখ বাকর আবু যাইদের সাথে একান্ত দারসে তিনি আল ইমাম ওয়াল মুজাদ্দিদ শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব ও শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহর কিছু কিতাবও অধ্যয়ন করেন। তিনি শাইখ মুহাম্মাদ মুখতার আশ শানকিতির অধীনে চার বছর পড়াশোনা করেন। আল্লামাহ হামুদ বিন উকলা আশ শুয়াইবির অধীনেও তিনি অধ্যয়ন করেন এবং তাযকিয়াহ লাভ করেন।

তিনি তাঁর পিতার সহপাঠী শাইখ ইহসান ইলাহি জহিরের অধীনেও পড়াশোনা করেছেন। শাইখ মুসা জিবরিল শাইখ ইহসানকে যুক্তরাষ্ট্রে আমন্ত্রণ জানান। শাইখ ইহসান সেখানে কিশোর শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিলের সাথে পরিচিত হবার পর চমৎকৃত হয়ে তার বাবাকে বলেন, ইন-শা-আল্লাহ আপনি একজন মুজাদ্দিদ গড়ে তুলেছেন। তিনি আরও বলেন, এই ছেলেটি তো আমার বইগুলো সম্পর্কে আমার চেয়েও বেশি জানে।

for more video https://youtube.com/alamin5g

for more books visit https://goonok.com

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল আর রাহিকুল মাখতুম বইয়ের লেখক শাইখ সফিউর রাহমান আল মুবারাকপুরির অধীনে দীর্ঘ পাঁচ বছর অধ্যয়ন করেন। এ ছাড়াও তিনি অধ্যয়ন করেন শাইখ মুকবিল, শাইখ আব্দুল্লাহ গুনাইমান, শাইখ মুহাম্মাদ আইয়ুব এবং শাইখ আতিয়াহ আস-সালিমের অধীনে। শাইখ আতিয়াহ আস-সালিম ছিলেন শাইখ আল্লামাহ মুহাম্মাদ আমিন আশ-শানকিতির প্রধান ছাত্র এবং তিনি শাইখ আশ-শানকিতির ইন্তিকালের পর তাঁর প্রধান তাফসিরগ্রন্থ 'আদওয়ায়ুল বায়ান' এর কাজ শেষ করেন। শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল শাইখ ইবরাহিম আল হুসাইনেরও ছাত্র ছিলেন। শাইখ ইবরাহিম ছিলেন শাইখ আব্দুল আযিয বিন আব্দুল্লাহ বিন বাযের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহচর।

শাইখ আহমাদ মুহাদ্দিস শাইখ হামাদ আল আনসারির অধীনে হাদিস অধ্যয়ন করেন এবং তাঁর কাছ থেকেও তাযকিয়াহ লাভ করেন। তিনি শাইখ আবু মালিক মুহাম্মাদ শাকরাহর অধীনেও অধ্যয়ন করেন। শাইখ আবু মালিক ছিলেন শাইখ আলবানির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। শাইখ আল আলবানি ওয়াসিয়াহতে শাইখ আবু মালিককে তার জানাযার ইমামতি করার জন্য অনুরোধ করেন। শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল শাইখ মুসা আল কারনিরও ছাত্র।

কুরআনের ব্যাপারে শাইখ আহমাদ ইজাযাহপ্রাপ্ত হন শাইখ মুহাম্মাদ মাবাদ ও অন্যান্যদের কাছ থেকে। শাইখ বিন বায যুক্তরাষ্ট্রে থাকা বিলাদুল হারামাইনের ছাত্রদেরকে শাইখ মুসা জিবরিল ও শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিলের ইলম থেকে উপকৃত হবার জন্য উৎসাহিত করেন। শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল শাইখ বিন বাযের কাছ থেকেও তাযকিয়াহ অর্জন করেন। শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিলের ব্যাপারে মন্তব্য করার সময়ে শাইখ বিন বায তাঁকে 'শাইখ' হিসেবে সম্বোধন করেন এবং বলেন, তিনি (আলিমদের কাছে) পরিচিত এবং উত্তম আকিদাহ পোষণ করেন।

শাইখ আহমাদ বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে নিজ পরিবারের সাথে অবস্থান করছেন।

alamin5g

for more video https://youtube.com/alamin5g